বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
সাহেপ্রতাপ, নরসিংদী।

পরিচিতি ও কার্যাবলী

হস্তচালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ একটি কুটির শিল্প। বাংলাদেশের চাহিদাকৃত মোট বস্ত্রের শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ এই শিল্প থেকে মেটান হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্রের কোন না কোনটি হস্তচালিত তাঁতের তৈরী। যেমনঃ- গামছা, লুঙ্গি, ধুতি, তোয়ালে, বিছানার চাদর, তোষকের কাপড়, লেপের শালু, মশারী, জানালার পর্দা ও নকসা সমৃদ্ধ জামদানী, বেনারশী ও টাংগাইল শাড়ী হস্তচালিত তাঁতেই উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সরকার তাঁতীদের ভাগ্যন্নোয়নের লক্ষ্যে তথা সমগ্র বাংলাদেশে তাঁত শিল্পের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড গঠন করেন। তাঁত শিল্পের অতীত ঐতিহ্য সমুন্নত রাখতে এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে তাঁত শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই তাঁত শিল্পের আধুনিকীকরন গবেষণা প্রশিক্ষন ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। তাঁত শিল্পের অধিক উৎপাদন, কাপড়ের গুনগত মানন্নোয়ন, দক্ষ তাঁতী তৈরী ও তাঁতীদের বিভিন্ন প্রকারের সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অভীষ্ঠ লক্ষে পৌছানো তাঁত বোর্ড এর একটি অব্যাহত প্রচেষ্টা।

১৯৮০ সনে হস্তচালিত তাঁত শিল্প ও সরঞ্জামাদি উন্নয়ন কেন্দ্র (সিএইচপিইডি) নামে অত্র প্রশিক্ষন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নরসিংদী জেলা সদর হতে ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ঢাকা–নরসিংদী ও ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সংযোগ স্থলে সাহেপ্রতাপ নামক স্থানে কেন্দ্রটি অবস্থিত। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সনে "প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও প্রযুক্তি উন্নয়ন" (টিপিআইটি) নামক আর একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠী তথা তাঁতী সম্প্রদায়ের লোকজনদেরকে প্রযুক্তিগত কলাকৌশলে যুগোপযোগী করে তোলাই এই ইনস্টিটিউটের লক্ষ্য। এছাড়াও অত্র প্রতিষ্ঠানে ১২ই জুলাই/২০০৯ইং থেকে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের কারিকুলাম অনুযায়ী এইচ.এস.সি (ভোক) এবং ২৩শে অক্টোবর/২০১০ইং থেকে ০৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল টেকনোলজী শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৫-০৬-২০০৯ইং এ বাতাঁবো পর্ষদ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অত্র প্রতিষ্ঠানের নাম "বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট" নামকরন করা হয়েছে।

২. **কার্যাবলীঃ**- নরসিংদীস্থ তাঁত প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট তাঁতী সম্প্রদায় তথা বেকার যুবক সমাজের পেশা ভিত্তিক কর্মসংস্থানের একটি কারিগরী প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠা কাল হতেই হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উপর প্রাথমিক পর্যায়ের কারিগরী প্রশিক্ষন প্রদান করে আসছে। প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র হস্তচালিত সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বয়নের উপর একমাস মেয়াদী প্রশিক্ষন প্রদান করা হত। ১৯৮৯সন হতে অত্র ইনস্টিটিউটে ৮টি দুইমাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়।

ক) প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ ঃ-

(১) বয়ন ও বাজারজাত করণ

(২) সূতা রং করণ

(৩) জ্যাকার্ড ডিজাইন

(৪) সেমি-অটোমেটিক তাঁতে বয়ন

(৫) টাই এন্ড ডাই

(৬) স্ক্রীন প্রিন্টিং

(৭) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং

(৮) ব্যয় নিরুপন ও বাজার জাত করন।

খ) একাডেমিক কোর্স সমূহ ঃ-

(১) ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল টেকনোলজী -০৪ বছর মেয়াদী।

আসন সংখ্যাঃ ১০০ টি

এছাড়াও বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য স্বল্প মেয়াদী বুনিয়াদী প্রশিক্ষন কোর্সের আয়োজন করা হয়। কাপড়ের বয়ন, নকশা তৈরী, সূতা ও কাপড় রং করন, বিভিন্ন প্রকারের ছাপা পদ্ধতি সম্পর্কে দেশের প্রান্তিক তাঁতীদেরকে কারিগরী জ্ঞান দান এবং সঠিক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধিই এ কর্মসুচীর মূল উদ্দেশ্য । একই সংগে কাপড় উৎপাদনের ব্যয় নিরুপন উৎপাদিত কাপড় বাজারজাতকরন সম্পর্কে অবহিত করন এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের হয়রানী হতে তাঁতীদেরকে রক্ষা করাও এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য।

৩. প্রশিক্ষনার্থীদের যোগ্যতা ঃ কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পাশ তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিগন যেমন– তাঁতী,তাঁত ফ্যাকটরীর মালিকগন এবং কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহনে ইচ্ছুক তাঁতী সম্প্রদায় ভুক্ত বেকার যুবক যুবতীগন এই প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

৪. একাডেমিক শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ঃ বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড এর নীতিমালা অনুযায়ী।

৫. প্রশিক্ষন পদ্ধতিঃ উইভিং, ডাইং ও প্রিন্টিং বিষয়ক কোর্স গুলিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অধিকতর কার্যকর করে তোলার জন্য শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা ছাড়াও আলোচনা, দলগত আলোচনা, প্রশিক্ষন উপকরনের যথোপযুক্ত ব্যবহার, একক কাজ, দলগত কাজ ইত্যাদি ও প্রয়োজনমত করা হয়। সেই সংগে বিভিন্ন অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়ানোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়াও দেশে উৎপাদিত বস্ত্রের বুনন সম্পর্কে সরে জমিনে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁত বহুল এলাকায় শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা অত্র কোর্সের অংশ বিশেষ।

৬. একাডেমিক শিক্ষা পদ্ধতিঃ- বাকাশিবো'র কারিকুলাম অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

৭. কোর্স মূল্যায়নঃ কোর্সকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য প্রশিক্ষন কোর্সের মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোর্সের সমাপ্তির পূর্বে পরীক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। তত্বীয় বিষয়ে শতকরা ৪০ এবং ব্যবহারিক বিষয়ে শতকরা ৫০ পাশ নম্বর হিসাবে গন্য করা হয়। সনদ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীদের বর্তমানে দৈনিক ১২০ (এক শত বিশ) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয় এবং আগামী ২০১৭-১৮ অথ্ বছর হতে ২৪০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হবে।

৮. প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোঃ

(ক) সিএইচপিইডিঃ

১। জমির পরিমানঃ ৩৫৮.২৫ শতাংশ

২। তিন তলা প্রশাসনিক ভবনঃ - ১ টি

৩। তিন তলা আবাসিক ভবনঃ - (১+১)=২টি

৪। শেড ঘরঃ- ১টি

(খ) টিপিআইটিঃ

১। জমির পরিমানঃ- ২৪১.২৫ শতাংশ

২। শেড ঘরঃ - ১টি

৩। চার তলা হোস্টেল (পুরুষ)ঃ- ১টি

৪। মহিলা হোস্টেল ঃ- ১টি

৫। অধ্যক্ষের বাস ভবন ঃ- ১টি

৬। তিন তলা আবাসিক ভবনঃ- ১টি

৭। দুই তলা ডরমেটরী ভবনঃ - ১টি

৮। ইনস্টিটিউট ভবনঃ - ১টি

৯। ওভারহেড ট্যাংকি ঃ ১টি

১০। পাম্প হাউজঃ- ১টি

১১। গার্ড শেডঃ- ১টি

১২। গাড়ীর গ্যারেজঃ - ১টি

১৩। সীমানা প্রাচীর ঃ চার দিক।